| | | |
|---|---|---|
| ০১ | অবস্থান ও আয়তন | নরসিংদী জেলা শহর হতে ১০ কি:মি: দূরে অবস্থিত পলাশ উপজেলার আয়তন ৯৪.৪৩ বর্গ কি:মি:। এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,১২,৬১২ জন যার মধ্যে ১,০৭,৫১৮ জন পুরুষ এবং ১,০৫,০৯৪ জন নারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১৬% এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২২৫১ জন (পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেন্সাস ২০১১, পৃ-২৩)। এর উত্তরে শিবপুর, পূর্বে শিবপুর ও নরসিংদী সদর, দক্ষিনে নরসিংদী জেলা সদর এবং নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী এবং গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলাটি ২৩০.৫৩´ এবং ২৪০.৩৩´উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৯০০.৩৪´ এবং ৯০০.৪৩´পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। |
| ০২ | পলাশ উপজেলার সাধারণ তথ্যাবলীঃ | ১। পুলিশ ষ্টেশন : ০১ টি, পুলিশ ফাঁড়ি ০১টি এবং পুলিশ ক্যাম্প ৫টি।<br>২। ইউনিয়ন সংখ্যা: ০৪টি, গ্রামঃ ৮২টি<br>৩। পৌরসভা: ০১টি, ওয়ার্ড ৯টি, মহল্লা ৫২টি<br>৪। ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংখ্যা: ০৪টি, পৌর ভূমি অফিস সংখ্যা: ০১টি<br>৫। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র: ০৪ টি, উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্রঃ ০১টি<br>৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ০১টি<br>৭। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র: ০৩টি<br>৮। কমিউনিটি ক্লিনিক: ১৫টি<br>৯। বাণিজ্যিক ব্যাংক: ১২টি<br>১০। মসজিদ: ৪২৬টি<br>১১। মন্দির: ৫২টি |
| ০৩ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্তঃ | (ক) মহাবিদ্যালয়: ০৫ টি<br>(খ) উচ্চ বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়: ০২টি<br>(গ) উচ্চ বিদ্যালয়: ২৯টি<br>(ঘ) ফাজিল মাদ্রাসা: ০২টি<br>(ঙ) আলীম মাদরাসা মাদরাসা: ০১টি<br>(চ) দাখিল মাদরাসা: ০৬টি<br>(ছ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়: ৬৪টি |
| ০৪ | স্বাস্থ্য সেবাঃ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স = ০১টি<br>উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র = ০৪টি<br>পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক = ০৪ টি<br>হাসপাতাল:<br>সরকারি = ০১টি<br>বেসরকারি = ০৫টি<br>কমিউনিটি ক্লিনিক = ২৮টি |
| ০৫ | ঐতিহাসিক স্থান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বঃ | **ডাঙ্গা জমিদার বাড়িঃ** তৎকালীন ভারতবর্ষে এই এলাকাটি ছিল দেবোত্তর হিসেবে। মূলত দেবোত্তর বলতে বুঝায় ওয়াকফাহ্ জমি। ঐ সময়ে দেবোত্তর জমি হলে জামিদারকে খাজনা দেওয়া লাগতোনা।এই জমিদার বাড়িটি তৈরি করেছিলেন জমিদার লক্ষ্মণ সাহা। মূলত তিনি ছিলেন প্রধান জমিদারের অধিনস্থ সাব-জমিদার। জমিদার লক্ষ্মণ সাহার ছিল তিন(০৩) ছেলে।নিকুঞ্জ সাহা,পেরিমোহন সাহা ও বঙ্কু সাহা। বঙ্কু সাহা ভারত ভাগের সময় এখান থেকে ভারতে চলে যান।থেকে যায় দুই ভাই। পাকিস্থান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ার কিছু পূর্বে নিকুঞ্জ সাহাও ভারতে চলে য়ায়। তখন থেকে যায় পেরিমোহন সাহা। এই পেরিমোহন সাহার ছিল এক(০১) ছেলে।তার নাম ছিলো বৌদ্ধ নারায়ন সাহা। বৌদ্ধ নারায়ন সাহার কাছ থেকে বাড়িটি ক্রয় করেন আহম্মদ আলী (উকিল)। মূলত আহম্মদ আলী সাহেব উকালতি পেশার সাথে সংযুক্ত ছিলেন বিধায় বর্তমানে এই |

| | | |
|---|---|---|
| | | জমিদার বাড়িটি উকিলের বাড়ি হিসেবেই বেশি পরিচিত। লক্ষ্মণ সাহার বংশধরের একাংশ বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরে বসবাস করছে।ডে-ট্যুর এর জন্যে অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গা।<br><br>যা যা রয়েছে এই জমিদার বাড়িতেঃ<br>একটি পূর্ণাঙ্গ শৈল্পিক জমিদার বাড়ি, এর পাশেই ছোট্ট আরেকটি কারুকার্য খচিত ঘর, একটি অর্ধনির্মিত প্রাচীন বাড়ি। জমিদার বাড়ির পেছনে রয়েছে গাছগাছালি যুক্ত বাগান।জমিদার বাড়ি সহ এই বাগানের চারিদিকটা উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। রয়েছে সেই সময়ই তৈরি করা জমিদার বাড়ির সুন্দর একটি পুকুর আর সান বাধানো পুকুর ঘাট। তাছাড়া পুকুর ঘাটে ঢুকার সময় নিচে তাকালে দেখতে পাবেন তৎকালীন আমলের মূল্যবান কষ্টি পাথরের ঢালাই। পুকুরের চারপাশে পূঁজা করার জন্যে চারটি মোড ছিলো। ২-৩ টা নষ্ট হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। একটা অবশিষ্ট আছে যা পুকুর ঘাটেই দেখা মিলবে।পড়ন্ত বিকেলে পুকুর পাড়ের আড্ডার মূহূর্তটা না হয় বাস্তবেই জানবেন।জমিদার বাড়িটির আশেপাশে এখনও তেমন বাড়ি ঘর নেই। যারা একটু ভৌতিকতা টাইপ নিরিবিলি পরিবেশ ভালোবাসেন তারা অবশ্যই আসবেন।আশা করি আপনার সময়টা অনেক ভালোই কাটবে।<br>আর হাতে সময় থাকলে নৌকা নিয়ে ঘুরতে পারেন ডাংগা বাজারের সাথেই প্রবাহমান শীতলক্ষ্যা নদীতে।<br><br>**প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব**<br>১। নাম : জনাব খায়রুল কবির<br>জন্ম : ৩০/০৬/১৯২২খ্রি:<br>মৃত্যু : ২৪/১১/১৯৯৭ খ্রি:<br>প্রতিষ্ঠাতা : জাতীয় প্রেস ক্লাব<br>প্রতিষ্ঠাতা : জাতীয় দৈনিক সংবাদ<br>প্রতিষ্ঠাতা : পূবালী জুট মিলস লি:<br>চেয়ারম্যান : জনতা ব্যাংক লি:<br>চেয়ারম্যান : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লি:<br>ভাইস চেয়ারম্যান - সাবেক ইউনিয়ন ব্যাংক লি:<br>পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল তথা বর্তমান শিল্পকলা একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা<br><br>২। নাম : জনাব আহমদুল কবির<br>জন্ম : ০৩/০২/১৯২৩খ্রি:<br>মৃত্যু : ২৪/১১/২০০৩খ্রি:<br>খ্যাতিমান সাংবাদিক, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ।<br>সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, ১৯৬৫ সাল: দুই বার জাতীয় সংসদ সদস্য ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সাল।<br>কমনওয়েলথ প্রেস ইউ: বাংলাদেশের সাবেক চেয়ারম্যান, ভিটাকোলা অর্থাৎ বর্তমান ৭ up এর প্রতিষ্ঠাতা। |
| ০৬ | শিল্প কারখানাঃ | এ উপজেলায় তাপমাত্রা সর্ব্বোচ্চ ৩১ ডিগ্রী এবং সর্ব নিম্ন ১৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আনুপাতিক হারে উন্নত। এ উপজেলায় ১৫ কি:মি: রেল লাইন আছে। ঘোড়াশাল সার কারখানা, তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র, প্রান ডেইরি সহ ১৪টি বৃহত শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। |

(১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)